তন্নগরবাসি দয়ালু পুরুষেরা ঐ বনিক্কে অতিক্ষীণ দেখিয়া কহিলেন যে ধনসত্বে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে এমত অনুভব হইতেছে তথাপি সে অর্থব্যয় করিতে পার না এমত ধনদ্বারা তুমি কি কার্য্য করিবা অতএব তোমার মরণই ওচিত যে হেতুক কৃপন লোক ধন ওপার্জ্জন করিতে দুঃখ পায় এবং ধনক্ষতি হইলে শোক পায় এবং সেই অর্থের বিতরনজন্য ও ভোগজন্য যে সুখ তাহা প্রাপ্ত হয় না অন্যপ্রকার যে ধন ওৎসাহপুর্ব্বক দান করিতে পারে না এবং ইচ্ছাক্রমে ভোগ করিতে পারে না সঞ্চয়কর্ত্তার সেই ধন নষ্ট হইলে দুঃখের নিমিত্তে অথবা খেদের নিমিত্তে হয়। ইহা শুনিয়া সেই গুঢ়ধন কহিল হে নগরবাসি পুরুষেরা আমাকে কি কহিতেছ আমি অসুব্যয়েতেও বসু ব্যয় স্বীকার করি না অর্থাৎ প্রাণব্যয় করিতে পারি কিন্তু ধনব্যয় করিতে পারি না। অনন্তর প্রতিবাসি পুরুষেরা কহিলেন তবে তুমি পঞ্চত্ব পাইলে রাজা কিম্বা চোর তোমার ধনগ্রহন করিবেন। বনিক কহিল অন্যঃ বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্য লোক গ্রহন করিতে পারে আমি আপন ধন গলায় বাঁধিয়া মরিব ইহা কহিয়া ধনের পোঁটলী লইয়া মরনার্থে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে এক নাবিককে

সম্বোধন করিয়া কহিল ও ভাই কৈবর্ত্ত আমি আপনার কঠিন প্রাণত্যাগের বাসনা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি না সম্প্রতি পরিজনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াছি আমাকে জলে মগ্ন করিয়া নষ্ট কর আমি তোমাকে এক সুবর্ণমুদ্রা দিব। ধীবর কহিল তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দেখাও। তদনন্তর বনিক কৈবর্ত্তকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবং স্বয়ং পুনঃ২ দেখিয়া কহিল হে ভাই নাবিক আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না তুমি পুন্যার্থে আমাকে নষ্ট করহ। নাবিক সেই সকল সুবর্ণমুদ্রা দেখিয়া বলিল ভাল পুন্যার্থেই তোমাকে নষ্ট করিব। ইহা কহিয়া ঐ গুণ হীন বনিককে জলে অত্যন্ত মগ্ন করিয়া মারিল এবং সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল। পণ্ডিতেরা কহেন সকলের অনুপকারক এবং সকল ভোগেতে রহিত এমত যে কৃপণ হস্তাগত ধন এবং সেই বিষয়ে যে অবিবেচনা সে কেবল ধনস্বামির হৃদয়ে খেদ জন্মায় এবং অমঙ্গল দায়ক হয় ও সকল যশ নষ্ট করে আর গ্লানি জন্মায়।

ইতি কৃপনকথা সমাপ্তা।—

## অথ অলসকথা ।—

সকল কার্য্যের উদ্যোগের যে হেতু সেই উৎসাহ তাহাকে জীবের বীর্য্যবিশেষ কহা যায় সেই উৎসাহহীন যে মনুষ্য সে অলস হয়। তাহার উদাহরন এই ।—

মিথিলা নগরীতে বীরেশ্বর নামে এক রাজমন্ত্রী থাকেন তিনি দানশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু সকল দুর্গত এবং অনাথ লোকেরদিগেরে প্রতিদিন তাহারদের ইচ্ছামত আহার দান করেন কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে অলস লোকের দিগেরে অন্ন এবং বস্ত্র দান করেন। যে হেতুক অলস লোক জঠরাগ্নিতে ব্যাকুল হইয়াও আলস্যপ্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করিতে পারে না অতএব অলস লোক সকল দুর্গতের মধ্যে প্রধান গনিত হইয়াছে অথবা আলস্য পরম সুখ স্থান তদাশ্রিতরূপে খ্যাত যে হেতুক আলস্য মাত্রাবলম্বি পুরুষের অক্ষুব্ধমন কোন বিষয়াকাঙ্ক্ষা করে না এবং সে স্বয়ং কোন অভিলষিত কার্য্যে প্রযত্নযুক্ত হয় না কেবল জঠরাগ্নি তাহার নিদ্রাজন্য সুখ নষ্ট করে আমি এই বিবেচনা করি। পরে অনেক লোভী লোক অলসেরদের অভীষ্ট লাভ শুনিয়া সেখানে গিয়া অলসেরদিগের সহিত থাকিল যে হেতুক স্বজাতীয়ের সহবাস সকলের সুখকর হয় এবং

স্বজাতীয়ের সুখ দেখিয়া কোন জীব সেখানে না যায়। পরে ধূর্ত্তেরা অলসেরদের সুখ দেখিয়া কৃত্রিম আলস্য প্রকাশ করিয়া সেখানে ভোজনদ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা অলসশালাতে অনেক দ্রব্য ব্যয় জানিয়া এই পরামর্শ করিল যে স্বামী অলসেরদিগকে অক্ষম জানিয়া খাদ্য দ্রব্য দেন কিন্তু অলসভিন্ন অন্যং লোকও কপট করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতেছে সে আমারদের বুদ্ধিভ্রম প্রযুক্ত অতএব কেবল আমারদিগের দোষেতেই প্রভুর ধন নষ্ট হইতেছে ইহাতে আমরা প্রত্যবায়ী হইব। অতএব সকল অলসেরদের পরীক্ষা করি এই পরামর্শ করিয়া অলসেরা যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল সেই গৃহে অগ্নি দিয়া নিকটে থাকিল তখন ঐ গৃহে শয়িত ধূর্ত্ত সকল গৃহেতে অতিশয় প্রজ্বলিতাগ্নি দেখিয়া ভয়েতে দূরে পলায়ন করিল। অল্পালস্য পুরুষেরাও পলায়ন করিল। প্রকৃত অলস চারি জন সেখানে শয়ন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল এবং তাহারদের মধ্যে এক জন বস্ত্রেতে আপনার মুখ ঢাকিয়া বলিতেছে ওহে ভাই কি নিমিত্তে এই কোলাহল হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল

আমি এই অনুভব করি যে এই গৃহে অগ্নি লাগিয়া থাকিবে। তখন তৃতীয় অলস কহিতেছে এখানে এমত ধার্ম্মিক লোক কেহ নাই যে আর্দ্র বস্ত্র কিম্বা আর্দ্র শয্যা করণক আমারদের শরীর আবৃত করে। চতুর্থ অলস ইহা শুনিয়া কহিল ও বাচাল সকল তোমরা কত কথা কহিতে পার কি মৌনী হইয়া থাকিতেই পার না। পশ্চাৎ নিয়োগি পুরুষেরা সেই চারি অলস লোকের পরস্পরালাপ শুনিয়া এবং তাহারদিগের ওপরে অগ্নিপতনের ভয়েতে সেই চারি অলস লোকেরদের কেশাকর্ষণ করিয়া শীঘ্র গৃহের বাহিরে আনিলেন। অনন্তর নিয়োগি পুরুষেরা এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই যেমত স্ত্রী লোকের স্বামী গতি এবং বালকেরদিগের জননী গতি সেই রূপ অলস লোকেরদিগের দয়ালু পুরুষই গতি তদ্ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। পরে সেই নিয়োগি পুরুষেরা অলসেরদিগকে পূর্ব্ব হইতে অধিক সামগ্রী দান করিতে লাগিলেন। ইতি অলসকথা সমাপ্তা।—

চোর প্রভৃতি অলস পর্য্যন্ত পুরুষেরদের কথাকথক প্রত্যুদাহরণকথা সমাপ্তা।—

যে কারনের সত্ত্বেতে যে কার্য্যের সত্তা হয় অর্থাৎ যে কারন থাকিলে যে কার্য্য সম্ভব হয় তাহার নাম অন্বয়। এই স্থলে শৌর্য্য এবং বিবেক ও উৎসাহ এই গুনত্রয়রূপ কারন থাকিলে মনুষ্যের বীরত্ব হয় অতএব অন্বয়েতে বীরের দিগের উদাহরন কহিয়াছি। এবং যে কারনের অভাবে যে কার্য্যাভাব হয় তাহার নাম ব্যতিরেক। এই স্থলে ঐ শৌর্য্যাদি গুনত্রয়ের একৈক গুন না থাকিলে মনুষ্য বীর না হইয়া চৌরাদি হয় অতএব ব্যতিরেকে চৌরাদি পুরুষেরও প্রত্যুদাহরন কহিলাম। সমুদায়েতে কথার অন্বয় ব্যতিরেক রূপ যে দুই দ্বার তদ্দ্বারা উদাহরন ও প্রত্যুদাহরন সকল কহিলাম। সকল প্রকরনেতে বিরাজমান এবং নারায়ন সদৃশ শিব ভক্তিপরায়ন শ্রীশিবসিংহমহারাজের আজ্ঞা ক্রমে শ্রীবিদ্যাপতিকবিকর্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে বীর পরিচায়ক প্রথম পরিচ্ছেদ।—

তদনন্তর হড়কোল রাজা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিবর বীরেরদিগের কথা শ্রবন করিলাম সম্প্রতি সুবুদ্ধি লোকেরদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি বলিলেন মহারাজ শুনহ যিনি অজ্ঞাত পরামর্শ জানিতে পারেন এবং অদৃষ্ট পথ দর্শন করিতে পারেন তিনি সুবুদ্ধি পুরুষ

তাঁহার কথা শুনিলে মূর্খ লোক পণ্ডিত হয় বিশেষে যাহার বুদ্ধি অতিসূক্ষ্মা ও যাঁহার মেধা প্রতিভার সহিত বর্ত্তমানা হয় আর যিনি কুবুদ্ধি ও অবুদ্ধিহইতে ভিন্ন তাঁহাকেই সুবুদ্ধি কহা যায় তিনি নানা প্রকারক হন। তাহারদের মধ্যে প্রথম সপ্রতিভকথা কহা যাইতেছে।—

অথ সপ্রতিভকথা।—

উপস্থিত ব্যাপারে যাঁহার বুদ্ধি বিতর্কসংযুক্তা হইয়া স্ফূর্ত্তিমতী হয় তাঁহাকে সপ্রতিভ কহা যায়। অথবা বুদ্ধির নূতন২ যে উন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা সেই প্রতিভা যুক্ত যে পুরুষ তাহার নাম সপ্রতিভ তাহার ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে সুলোচনা নামে নিজ প্রেয়সীর সহিত মৃগয়ার কৌতুক দেখিতে রথারোহন করিয়া ও চতুরঙ্গিনী সেনাতে বেষ্টিত হইয়া নগরের বাহিরে গেলেন পশ্চাৎ এক বনমধ্যে উপস্থিত হইলে সৈন্যেরা মৃগের অনুসন্ধান করিতে নানা দিগে গেল। রাজা রানীর সহিত এক রথে অরন্যমধ্যে ভ্রমন করত সদ্যোজাত এবং বস্ত্র খণ্ডোপরি শায়িত এক সুন্দর শিশুকে দেখিয়া রানীকে কহিলেন প্রিয়ে আশ্চর্য্য

দেখ সিংহ ও ব্যাঘ্রেতে ব্যাপ্ত এই বন ইহার মধ্যে কি প্রকারে মনুষ্যশিশুর সঞ্চার হইল। রাজপত্নী কহিলেন এই বালক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্টিপ্রিয় ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় করুণার্দ্র হইতেছে হে নাথ যদি তোমার আজ্ঞা হয় তবে এই বালককে লইয়া গৃহে গিয়া পুত্রস্নেহেতে প্রতিপালন করি। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সী তুমি ঘৃণারহিতা এবং অতি সাহসিকা কি নিমিত্তে অজ্ঞাত জননীজনক এবং চণ্ডাল শঙ্কাস্পদ এই যে বালক ইহাকে তুমি অকারণ কোলে করিবা। রাজমহিষী কহিলেন হে রাজন্ পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হয় না দশা নিন্দনীয়া হয়। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে পুরুষ কখনও নিন্দনীয় হন না দুর্দ্দশা নিন্দনীয়া হয় বরং পুত্রের গুণেতে জননী রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা হন এবং কাহার ললাটে বিধাতার কি প্রকার লিখন আছে তাহাও জানিতে পারা যায় না আর প্রশংসিত কুলব্যক্তিরেকে সামান্য বংশজাত বালকের এ প্রকার সৌন্দর্য্য হয় না অতএব করুণাযুক্ত ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনন্তর রাজা মহিষীকে পুনঃ২ বারণ করিলেন তথাপি রাণী বালক গ্রহণোদ্যতা হইয়া ভূপালকর্তৃক তির

ক্ষুব্ধা হইলেন ভূপালেরা স্বভাবত আজ্ঞাভঙ্গাসহিষ্ণু হন এবং রাজপত্নীরাও সৌভাগ্যমদ গর্ব্বিতা হন এই প্রযুক্ত পরস্পর কলহ করিয়া রাজা রানীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন এবং রানীকে রথহইতে অবরোহন করাইয়া দিলেন। পরে রাজা সৈন্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে কেহ এই যে নীচানুরাগিনী দুর্ভগা স্ত্রী ইহার সহিত গমন করিবে আমি শত্রুর ন্যায় তাহার মস্তক ছেদন করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন জ্ঞাননাশক যে কোন সে পুরুষের কোন দুরবস্থা না করে অন্নব্যাঘাত এবং গৃহত্যাগ ও বলহানি আর সুহৃদ্ভেদ এই সকল অমঙ্গল করে। পশ্চাৎ রাজা সকল সেনার সহিত নিজ নগরে গেলেন। রাজপত্নী সেই নির্জ্জন বনমধ্যে অতিশয় ভীতা হইয়া এই চিন্তা করিলেন যে নিষ্ঠুর পুরুষের পত্নীর পরিনামে এই রূপ দশাই হয় অথবা এ চিন্তা বৃথা আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি সম্প্রতি তদনুসারে কার্য্য করি এই বিবেচনা করিয়া শয়নীয় বস্ত্রের সহিত বালককে ক্রোড়ে লইয়া এবং দগ্ধারণ্যের ভস্মেতে আপনার বস্ত্র মলিন করিয়া ও শরীরহইতে সমুদায় ভূষণ খুলিয়া লইয়া এক দিগে গমন করিলেন কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া হঠাৎ বুক্ষপুর নামে এক গ্রাম পাইলেন সেখানে

দয়াবতী এক ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন হে ভাগ্যবতি আমি দরিদ্রের স্ত্রী সপত্নীর নিমিত্তে দুঃখিতা হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণী কহিলেন তুমি দরিদ্রের বধূ নহ কোন রাজপত্নী বট যে হেতুক তোমার কর্ণদ্বয় কুণ্ডল ত্যাগ করিয়াছে এবং বাহুদ্বয় রত্নাভরণ পরিত্যাগ করিয়াছে ও হারত্যাগের চিহ্নযুক্ত স্তনদ্বয় আর পাদযুগল নূপুরহীন সম্প্রতি ভূষণ ত্যাগ করিয়াছে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ সে সৌন্দর্য্য দ্বারা এই নিবেদন করিতেছে যে তুমি অবশ্য কোন রাজপত্নী বট কিন্তু এখন আমার নিকটে তোমার অবস্থিতি করনে কোন বাধা নাই। পরে ঐ স্ত্রী ব্রাহ্মণীর আশ্রয়ে থাকিয়া বালকের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং বিধানপূর্ব্বক ঐ বালকের বিশাখ এই নাম রাখিলেন। বিশাখ রাজ্ঞীকর্ত্তৃক পালিত হইয়া কৌমার দশাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে এক দিন রানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার পিতার নাম কি। রানী উত্তর করিলেন আমি তাহা জানি না। বিশাখ তাহা শুনিয়া কহিলেন তুমি আমার জননী যদি আপনি আমার পিতার নাম না জান তব আমি অমূলক বিশাখ আর আমি অজ্ঞাতপিতৃক

তবে কি নিমিত্তে প্রাণ ধারণ করিব যে হেতু পুত্র জন্মিলে পিতা আহ্লাদিত হন আমি জন্মিয়াছি ইহাতে কে আহ্লাদিত হইতেছেন এবং জীবিত পুত্র পিতার তর্পণ করে আমি জীবদ্দশায় থাকিয়া কাহার তর্পণ করিব অতএব আমার জীবন অসার্থক এই কথা বিলাপ করত অতি কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী সেই মনস্বি বালককে মরণোদ্যত দেখিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল কহিলেন যে হে পুত্র এই সমুদায় বৃত্তান্ত শুন এবং তোমার প্রতি স্নেহ করা এই যে অপরাধ তাহাতে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিশাখ সকল সম্বাদ শুনিয়া কহিল আপনি এই প্রকার দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়াছেন তথাপি আমাকে ত্যাগ করেন নাই ইহাতে বুঝি যে আমিই তোমার দুর্দ্দশার কারণ এবং আমার প্রতি তোমার মহতী প্রত্যাশা আছে তন্নিমিত্তে পরিত্যাগযোগ্য যে প্রাণ তাহা ত্যাগ করিব না কেবল তোমার আশা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্তেই বাঁচিব কহ তুমি কোথায় আমাকে পাইয়াছ যে হেতুক দেশ এবং কালের অনুসারে ও পূর্ব্বাপর জ্ঞানেতে জ্ঞাতব্য কার্য্য বিষয়ে পুরুষের বিবেচনা হইতে পারে তাহাতে কোন পুরুষহইতে আমার জন

তাহা সেখানে গিয়া নিরূপণ করিব। পশ্চাৎ ঐ কুমার রানীর সহিত গিয়া সকলারণ্য ভ্রমণ করিয়া এক সরোবর তীরস্থ সুখাসীন তপঃশীল নামা ঋষিকে দেখিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি কি হেতু আসিয়াছ। পরে হিশাখ মুনিকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষি কহিলেন যদি তোমার সেই সময়ের শয়নীয় বস্ত্র পাওয়া যায় তবে তোমার পিতাকে ও মাতাকে জানিতে পারি। পরে কুমার রানীর নিকটহইতে সেই বস্ত্রখণ্ড আনিয়া মুনিকে দেখাইলেন। মুনিও নিজ গৃহহইতে সেই বস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড আনিয়া দেখাইলেন এবং উভয় খণ্ড নিরূপণ করিয়া এক বস্ত্রের দুইখণ্ড ইহা নিশ্চয় করিয়া মুনি কিছু লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে কুমার বৃত্তান্ত শুন আমি তপস্যারম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া মনে করিলেন যে বুঝি মুনি আমার ইন্দ্রত্ব লইবেন ইহা ভাবিয়া তপোভঙ্গের নিমিত্তে তিলোত্তমা বিদ্যাধরীকে আমার নিকটে পাঠাইলেন। তিলোত্তমার শৃঙ্গার চেষ্টাতে গর্ব্বিত কন্দর্প আমার মন

স্ববশ করিল। পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কমলের ন্যায় চক্ষু এমত রমণীর কজ্জলমলিন কটাক্ষেতে কবলিত চিত্ত যে লোক সে সদুপদেশ গ্রহন করে না ও ভয় গননা করে না ও প্রতিষ্ঠাভিলাষী হয় না। অতএব সেই স্ত্রীতে আমার ঔরসে তুমি জন্মিলা তিলোত্তমা আমার তপস্যা ভঙ্গেতে কৃতার্থা হইয়া নিজপরিধান বস্ত্র দুই ভাগ করিয়া স্মরণার্থে আমারে অর্দ্ধবস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে শয্যা করিয়া তোমাকে শয়ন করাইয়া আপনি বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া স্বর্গে গেল। তখন বিশাখ জানিলেন যে দেবকন্যার গর্ভে এবং মুনির ঔরসে আমি জন্মিয়াছি ইহাতে পরম হৃষ্ট হইয়া মুনির বরপ্রাপ্ত হইয়া সুলোচনার সহিত পৃথুরাজের নগরে উপস্থিত হইলেন সেখানে কোন লোকের গৃহে সুলোচনাকে গোপনে রাখিয়া আপনি সেবকরূপে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পৃথুরাজের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সপ্রতিভ ও সর্ব্বব্যাপারেতে চতুর সেই কুমার ক্রমেতে রাজার দ্বারপাল হইলেন। পরে দ্বারির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রতাপে ও উপকারদ্বারা এবং দানেতে অধিকারস্থ সকল লোককে এবং যোদ্ধাগণকে আপন বশীভূত করিয়া সুলোচনাকে কহিলেন হে জননি

তোমার কি ইচ্ছা তাহা কহিলে সেই রূপ করি। সুলোচনা দেবী কহিলেন হে পুত্র যদি পার তবে পৃথুরাজকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে আনিয়া দেও। বিশাখ কহিলেন এই কর্ম্ম আমার অনায়াসসাধ্য। পরে বিশাখ নিজানুরক্ত শৃঙ্খলহস্ত তিন চারি জনকে সঙ্গে লইয়া আপনি খড়্গহস্ত হইয়া রাজার সকল কর্ম্মাবসর দেখিয়া সভাসদ কএক পুরুষকে কহিলেন হে সভাসদেরা আমি তোমারদিগেকে জানাইতেছি যে তোমরা আমার সহিত এক কার্য্যোদ্যোগী হও কিন্তু তোমারদের মধ্যে এক পুরুষ আমার অনাত্মীয় আছে সে যদি হস্ত পাদাদি চালন করে তবে এই খড়্গেতে তাহাকে শীঘ্র নষ্ট করিব সম্প্রতি আমি রাজাকে বাঁধিতেছি ইহা কহিয়া শৃঙ্খলহস্ত পুরুষদ্বারা রাজাকে বাঁধিয়া সিংহাসনহইতে নামাইলেন। অনেক সভাসদ দেখিলেন যে অন্যং লোক এই কার্য্যে এক পরামর্শ হইয়া কৃতসন্ধান হইয়াছে ইহাতেই তাঁহারা রাজার রক্ষার্থে কেহ অস্ত্রধারণ করিলেন না। পরে বিশাখ সহচর পুরুষেরদের আয়োজনেতে রাজা হইয়া কিঞ্চিৎ ... বদ্ধ পৃথুরাজকে সুলোচনার নিকটে লইয়া গেলেন। ...চনা রাজাকে দেখিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া কহিলেন

হে মহারাজাধিরাজ আমাকে চিনিতে পার। পরে নৃপতি কহিলেন হে মহিষি আমি তোমাকে জানিলাম তুমি আমার পত্নী। সুলোচনা পুনর্ব্বার কহিলেন এই বিশাখ কে চিনহ। রাজা কহিলেন আমি ইহাকে জানি না। রাজ্ঞী কহিলেন যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াছিলাম যে দশা নিন্দনীয়া হয় পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না সেই শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে যে তৎকর্ত্তৃক তুমি বদ্ধ হইয়াছ। এই কথাতে রাজা লজ্জিত হইয়া রানীকে অনেক স্তব করিলেন এবং রানীর অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার সেই রাজ্যের রাজা হইলেন। অনন্তর বিশাখ ও রানী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন। বিশাখ রাজাতে পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া যুবরাজ হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে বিশাখ সৈন্য ব্যতিরেকে এবং ধনব্যতিরেকে ও বিনা স্নেহ কারক বান্ধবেতে কেবল বুদ্ধিদ্বারা পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহন করিলেন। এবং রাজমহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাজা ও রানীর পূর্ব্ববাক্য স্মরন করাইলেন। অনন্তর সেই বিশাখ পৃথিবীমধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়া আত্ম প্রতিভা হেতুক রাজমন্ত্রী হইলেন সেই বিশাখের পুরুষকারের বিবরণ নীতিসর্ব্বস্ব পুস্তকে এবং মুদ্রারা৹

গ্রন্থে লিখিত আছে সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে এবং তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে। ইতি সপ্রতিভকথা সমাপ্তা।—

অথ মেধাবিকথা।—

যিনি একবার গুরু যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন ং শ্রুত বৃত্তান্ত কখন বিস্মৃত হন না তাঁহার বুদ্ধি যদি ই প্রকার ধারণাবতী হয় তবে সেই পুরুষকে মেধাবী কহা যায়। তাহার ওদাহরণ এই।—

গৌড় দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন এক সময় নলচরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং অলংকারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিরদিগের যশের নিমিত্তে হয় তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে ওপহাসের নিমিত্তে হয় অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তারদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল। পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন সেখানে গিয়া কক্কোক নামা

হে মহারাজাধিরাজ আমাকে চিনিতে পার। পরে নৃপতি কহিলেন হে মহিষি আমি তোমাকে জানিলাম তুমি আমার পত্নী। সুলোচনা পুনর্ব্বার কহিলেন এই বিশাখ কে চিনহ। রাজা কহিলেন আমি ইহাকে জানি না। রাজ্ঞী কহিলেন যাহাকে দেখিয়া আমি কহিয়াছিলাম যে দর্শা নিন্দনীয়া হয় পুরুষ কখন নিন্দনীয় হয় না সেই শিশু এমত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে যে তৎকর্ত্তৃক তুমি বদ্ধ হইয়াছ। এই কথাতে রাজা লজ্জিত হইয়া রানীকে অনেক স্তব করিলেন এবং রানীর অনুগ্রহেতে পুনর্ব্বার সেই রাজ্যের রাজা হইলেন। অনন্তর বিশাখ ও রানী রাজার অন্তঃপুরে গেলেন। বিশাখ রাজাতে পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া যুবরাজ হইলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে বিশাখ সৈন্য ব্যতিরেকে এবং ধনব্যতিরেকে ও বিনা স্নেহ কারক বান্ধবেতে কেবল বুদ্ধিদ্বারা পৃথুরাজকে জয় করিয়া রাজত্ব গ্রহন করিলেন। এবং রাজমহিষীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া রাজা ও রানীর পূর্ব্ববাক্য স্মরন করাইলেন। অনন্তর সেই বিশাখ পৃথিবীমধ্যে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইয়া আত্ম প্রতিভা হেতুক রাজমন্ত্রী হইলেন সেই বিশাখের পুরুষকারের বিবরন নীতিসর্ব্বস্ব পুস্তকে এবং মুদ্রারাক্ষ

গ্রন্থে লিখিত আছে সেই সকল গ্রন্থ অদ্যাপি চলিতেছে এবং তাহার ইতিহাস অদ্যাপি প্রকাশ পাইতেছে। ইতি সম্প্রতিভকথা সমাপ্তা।—

অথ মেধাবিকথা।—

যিনি একবার শুক্ত যে বিষয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং শ্রুত বৃত্তান্ত কখন বিস্মৃত হন না তাঁহার বুদ্ধি যদি এই প্রকার ধারণাবতী হয় তবে সেই পুরুষকে মেধাবী কহা যায়। তাহার উদাহরণ এই।—

গৌড় দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন এক সময় নলচরিত্র নামে এক কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং অলঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিরদিগের যশের নিমিত্তে হয় তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্তে হয় অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তারদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল। পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারাণসী গেলেন সেখানে গিয়া কঙ্কোক নামা

পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। কক্কোক পণ্ডিত সংসার সুখে বিরক্ত সর্ব্বদা তপস্যাতে থাকেন মধ্যাহ্ন কালে স্নানার্থে যখন মনিকর্নিকাতে গমন করেন সেই সময় পথিমধ্যে গমন করত ঐ কাব্য শ্রবন করেন। শ্রীহর্ষ প্রতিদিন সেই পণ্ডিতের সহিত যাইয়া স্বকৃত কাব্য শ্রবন করান কিন্তু কোন উত্তর পান না এই নিমিত্তে এক দিন পণ্ডিতকে কহিলেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ আমি এই কাব্যেতে অনেক পরিশ্রম করিয়াছি তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে পণ্ডিত জ্ঞানে তোমার উদ্দেশে এবং স্বদেশীয় বাৎসল্যেতে অনেক দূর হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি এবং কাব্যের সদসদ্বিবেচনা হওনের প্রত্যাশাতে পথে যাতায়াত করিয়া তোমাকে শুনাইতেছি আপনি কাব্য শুনিয়া কিছু নিন্দা করেন না প্রশংসাও করেন না ইহাতে এই অনুভব করি যে আপনি কাব্যের মধ্যে কর্নার্পন করেন না। কক্কোক পণ্ডিত উত্তর করিলেন আমি কি প্রকারে কর্নার্পন করিলাম না সম্পূর্ন কাব্য শ্রবন করিয়া শব্দের এবং অর্থের সদসদ্বিবেচনা করিয়া ও সন্দর্ভশুদ্ধি জানিয়া বিশেষ কহিব এই ইচ্ছাতে কিছু কহি নাই এই কাব্য আমি শুনিয়াছি এবং মনেতে ধারণ করিয়াছি যদি তুমি প্রত্যয় না কর তবে শ্রবন করহ।

কহিয়া কাব্যের শ্রুত যে শ্লোক সকল সেই সমুদায় পাঠ করিলেন। শ্রীহর্ষ তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া কক্কোক পণ্ডিতের পাদদ্বয়ে প্রণাম করিয়া কহিলেন হে কক্কোক মহাশয় আমি তোমার মেধামহত্ত্বে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। কক্কোক পণ্ডিত সেই কাব্যের গুণের প্রশংসা করিয়া এবং দোষের সমাধান করিয়া এবং বিশেষ২ অর্থ কহিয়া শ্রীহর্ষকে সহর্ষ করিয়া গৃহে গেলেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে গুণজ্ঞ লোকেরা দ্রব্যের দোষ গ্রহণ না করিয়া যে২ গুণ তাহাই গ্রহণ করেন যেমত ভ্রমর কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের পুষ্পেতে মধুপান করিতে না পারিয়াও গন্ধ গ্রহণ করে। ইতি মেধাবিকথা সমাপ্তা।—

অথ সুবুদ্ধিকথা।—

যে পুরুষের মেধা এবং প্রতিভা ও বুদ্ধি এই সকল গুণ ভরা হয় এবং যিনি সন্দেহ ভঞ্জনক্ষম হন তিনিই সুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হন। তাহার উদাহরণ।—

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট কুলসম্ভব হরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন তাঁহার সভাতে সাঙ্খ্য শাস্ত্রবেত্তা এবং দণ্ড

নীতি শাস্ত্রে কুশল গণেশ্বর নামা এক মন্ত্রী ছিলেন। দেব গিরির রাজা রামদেব ঐ মন্ত্রির নানা প্রকার সুবুদ্ধিতা শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি হেতু ভূমিনিবাসী গণেশ্বরের বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি শুনিতে পাই ভাল সকল নিরূপণ করিতেছি ইহা ভাবিয়া রামদেব নরপতি হরসিংহ রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন যে হেতুক যাঁহারদের ক্রিয়ার স্থিরতা থাকে এবং যাহারা শূর ও মহাত্মা হন সেই প্রকার সদৃশ লোকেরদের পরস্পর যে প্রীতি সে কল্পলতার ন্যায় আচরণ করে। অপর কোষ এবং সৈন্য নষ্ট হইলে আর ভৃত্য বিকারপ্রাপ্ত হইলেও যদি সদ্বংশজাত লোকের সহিত মিত্রতা থাকে তবে সেই মিত্রতা কল্প বৃক্ষের মত ব্যবহার করে অর্থাৎ মিত্রের অভি লষিত ফলপ্রদ হয়। অনন্তর উভয় পক্ষের উপঢৌকন দ্বারা সৌহৃদ্য হইলে রাজা রামদেব হরসিংহ রাজার নিকটে লিখনদ্বারা এই প্রার্থনা করিলেন যে সন্দেহ নিরা স্যার্থ এক বুদ্ধিমান এবং এক মূর্খ এই দুই লোককে আমার নিকটে পাঠাইবেন। হরসিংহ রাজা সেই লিখন দেখিয়া পাঠ করিয়া চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক মিত্রের বাক্য অলঙ্ঘ্য সম্প্রতি কোন বুদ্ধিমানকে এবং কোন মূর্খ

পাঠাইব। এতদ্রূপ চিন্তাব্যাকুল রাজাকে দেখিয়া গণেশ্বর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজন্ তোমার কি চিন্তা। রাজা উত্তর করিলেন মিত্রের আজ্ঞা নির্ব্বাহ করনের অসম্ভতি দেখিয়া লজ্জা হইতেছে কোন বুদ্ধিমান পুরুষকে কোন মূর্খকেই বা পাঠান যাইবেক ইহা চিন্তা করিতেছি। মন্ত্রী কহিলেন হে মহারাজ কোনহ পুরুষকে পাঠাইতে হইবে না। রাজা কহিলেন আঃ মিত্রের প্রার্থনা কি ভঙ্গ হইবেক। মন্ত্রিরাজ কহিলেন হে ভূপাল তোমার মিত্রের প্রার্থনা সিদ্ধি হইবে যে হেতুক রামদেব রাজার দেবগিরির রাজ্যেতে কি দুর্লভ সামগ্রী আছে অনেক পণ্ডিত আছেন অনেক মূর্খও আছে সেই হেতুক এখানহইতে পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ লোককে পাঠাইলে তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে আমি এই বিতর্ক করি যে রামদেব রাজা পণ্ডিত এবং অতিশয় কৌতুকী ঐ প্রকার দুই পুরুষ যাচ্ঞাচ্ছলে তোমার মন্ত্রী যে আমি আমার এই পরীক্ষা করিবেন যে আমি পণ্ডিতকে আর মূর্খকে জানিতে পারি কি না অত এব হে নরেন্দ্র আপনি এই উত্তর লিখিবেন যে বুদ্ধিমান লোক এ রাজ্যে নাই এবং তোমার অধিকারের মধ্যেও

দেখি না বারানসীতে এবং অন্য২ পুণ্যতীর্থে বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান করিবেন ওত্তম বুদ্ধির ফল এই যে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় অতএব ইন্দ্রজাল সদৃশ যে সাংসারিক ব্যাপার তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোক কি নিমিত্তে অবস্থিতি করিবেন তিনি কোন নির্জ্জনস্থানে আর গিরিগহ্বরে যোগাবলম্বন করিয়া থাকিবেন তদ্ভিন্ন যে মূর্খ লোক সে সর্ব্বত্র সুলভ সেই অবস্তুর পোষনে কি ফল অতএব তাহার পরিচায়ক চিহ্ন লিখিতেছি ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সকল মনুষ্যের হস্ত পাদাদি সমান হয় ইহাতে যে ব্যক্তি সকল লোক কর্তৃক নিন্দিত হয় সেই মূর্খ অপর মানব জন্মপ্রাপ্ত হইয়া যে লোক পুন্যসঞ্চয় না করে এবং যশ ওপার্জ্জন না করে তাহাকেই মূর্খ কহা যায়। রাজা হরসিংহ এই কথা শুনিয়া কহিলেন তাহাই করহ। গনেশ্বর মন্ত্রী ঐ পরামর্শপূর্ব্বক রামদেব রাজাকে সেই রূপ ওত্তর লিখিলেন। রাজা রামদেব সেই পত্র পাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভাসদ সমাজের মধ্যে হরসিংহ রাজাকে এবং গনেশ্বর মন্ত্রীকে এই রূপ অনেক প্রশংসা করিলেন সাধু রাজা সাধু যে রাজার রাজনীতিরূপা যে নদী তাহার কর্ণধারস্বরূপ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এই গনেশ্বর

মন্ত্রী আছেন। সেই কালে রাজা রায়দেব এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। যেমত পণ্ডিতেরা গণেশের গুণ সমূহ গণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং লোকেরা সমুদ্রের সমুদায় জল কলসদ্বারা উঠাইতে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ শেষ করিতে পারে না সেই মত কোন ব্যক্তি ঐ গণেশ্বর মন্ত্রীর গুণগ্রামের সংখ্যা কথনে বর্ত্তমান হইয়া সকল কহিতে পারেন না এবং যাহার যাবল্লৌকিক কর্ম্মে ও বৈদিক কর্ম্মে অতিশয় নিপুণতা আছে এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশ এবম্ভুত যে সেই গণেশ্বর মন্ত্রী তিনি জয়যুক্ত হওন। ইতি সুবুদ্ধিকথা সমাপ্তা।—

অথ অভ্যুদাহরন কথা।—

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যুদাহরনের ন্যায় অভ্যুদাহরনের অর্থ। সুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত যে কুবুদ্ধি আর অবুদ্ধি তাহারদিগের কথা আমি সংক্ষেপে প্রস্তাব করিব সেই দুই পুরুষের মধ্যে প্রথমে কুবুদ্ধির কথা বিবরন করিতেছি। যে লোকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণা হইয়াও কুপথগামিনী হয় সেই পুরুষ কুবুদ্ধি রূপে খ্যাত হয়। এবং সে পাপ ও অযশের স্থান হয় তাহার সংসর্গত্যাগই তাহার পরিচয়ের ফল।

সেই কুবুদ্ধি দুই প্রকার বঞ্চক আর পিশুন এই দুই পাপী লোক প্রায় নীচ কুলে জন্মে।—

অথ বঞ্চককথা।—

সেই বঞ্চক যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে। যে লোক কুক্রিয়াতে নিপুণ এবং যাহার বাক্য অতি মৃদু আর কার্য্য অতি কুত্সিত সেই পর চিত্তাপহারক লোক বঞ্চক রূপে খ্যাত হয় তাহার উদাহরন এই।—

গোদাবরী নদীতীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয় তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বনিক রাজপুত্রের ধনাপহরনে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষনীয় হয় এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয় এবং অন্য পক্ষিগন সাঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয় সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষনীয় হন। অতএব বনিক বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে সেই কারন ইহার উপাসনা করি। পরে বনিক সেই রাজপুত্রের সেবা

করিতে লাগিল তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জ্জনের প্রকৃতি প্রায় সুরসা পরিনামে বিরসা হয়। বনিক সেই প্রকৃতিদ্বারা সেবা করত নানোপাসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল। অনন্তর সেই বঞ্চক চিন্তা করিল যদি কোন উপায়েতে এই রাজকুমারকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে পারি তবে ইহার ভাণ্ডারের যে২ উৎকৃষ্ট রত্ন তাহা গ্রহন করিতে পারিব পশ্চাৎ বঞ্চক নানা বিশ্বস্ত বাক্যকরণক কৌতুক প্রস্তাবে অন্য দেশের নানা মনোহর কথা কহিতে লাগিল এবং সেই কথা শ্রবনেতে সন্তুষ্ট রাজকুমারকে কহিল যে হে কুমার তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছ কিন্তু নিত্যসুলভা অথচ উপভুক্তা যে স্ত্রী তাহাতে এবং অন্যং যে ভোগ্য বস্তু তদ্দ্বারা তোমার কি সুখ হইতে পারে দেশান্তরেই সুখানুভব হইতে পারে যেখানে প্রতিদিন অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হয় এবং অভুক্ত দ্রব্যের ভোজন ও অননুভূত বস্তুর অনুভব হয় সেই স্থানের বৃত্তান্ত সকল কহিতেছি তুমি শুন। প্রফুল্ল সরসীরুহ সংযুক্ত সরোবর সকল ও ষট্পদসহিত যে কুসুম তাহাতে শোভিত লতা সকল ও তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত বন এবং সুবর্ণ ও রজতেতে বিচিত্রিত নিতম্ব দেশ এমত পর্ব্বত সমূহ আর

অত্যুচ্চ অট্টালিকাদিসহিত নগর এবং নানা প্রকার কেলি কুশলা রমণী আর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এমত যোদ্ধাগণ এই সমু দায় দ্রব্য কোন বুদ্ধিমান লোক নানা দেশ ভ্রমণ না করিয়া দেখিতে পান। চন্দ্রসেন ঐ কথা শুনিয়া কহি লেন হে সখে কি রূপে দেশান্তরদর্শন করিব তন্নিমিত্তে আমার মহোদ্বেগ হইতেছে। বনিক কহিল ভারেতে অল্প এবং মহামূল্য এমত ধনেতে বিদেশ দর্শন হইতে পারে যদি তোমার মনঃ স্থির হয় তবে তুমি রাজপুত্র বট এবং তোমার অনেক ধন আছে অন্তঃকরণ নিতান্ত স্থির করহ তবে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। রাজপুত্র কহি লেন হে মিত্র আমি মনঃ স্থির করিয়াছি। সেই সময় বঞ্চক বনিক বলিতেছে যদি এই পরামর্শ অন্য লোকের কর্ণ পথগামী না হয় এবং কেহ বিতর্ক করিতে না পারে তবে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। যুবরাজ কহিলেন কেহ বিতর্ক করিতে পারিবে না। তদনন্তর ঐ বঞ্চক দেশান্তর দর্শনোৎসুক এবং নানা প্রকার অর্থ সহিত রাজকুমারকে লইয়া জলেতে অন্য দেশে চলিল তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাগণ কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া ফিরিয়া আইল। পরে রাজকুমার আর বঞ্চক এই দুই জন উত্তম অশ্বারোহণ

করিয়া কোনহ দিগে গেলেন। পশ্চাৎ রাজকুমার দূরগমন পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও পিপাসাতে ব্যাকুল হইয়া কোনহ বন মধ্যে জল সমীপস্থ এক বৃহদ্বৃক্ষ দেখিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া সেই বৃক্ষের ছায়ার মধ্যে বসিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী অতএব জলপান করিয়া ছায়ার মধ্যে তৃণশয্যাতে নিদ্রা গেলেন। বঞ্চক যুবরাজকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল যে আমার কার্য্য সাধিনের সময় এই। পরে ঐ দুরাত্মা বনিক রাজপুত্রের পাদ সেবা করত তাঁহাকে অতিশয় নিদ্রিত বুঝিয়া লতাতে বন্ধন করিল পশ্চাৎ লতাবদ্ধ সেই রাজকুমারের হৃদয়ারোহন করিয়া শস্ত্রেতে দুই চক্ষু বিদ্ধ করিল যখন রাজকুমার হে মিত্র আমাকে রক্ষা কর এই বাক্য কহিতে লাগিলেন বঞ্চক সেই সময় সকল ধন এবং তুরগদ্বয় লইয়া কৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিল। রাজকুমার সেই অরণ্য মধ্যে আর্ত্তনাদ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং নেত্র বেদনাতে কাতর হইয়া হস্ত পাদাদি নিক্ষেপ করণেতে বন্ধনহইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্লেশকাতর যুবরাজ বলহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পুনর্ব্বার ভূমিতে পড়িলেন। সেই বৃক্ষোপরি এক বৃদ্ধ শুক বসতি করে তাহার

দুই পুত্র মহাশুক তাহারা সঞ্চরণাসমর্থ বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিদিন আহার আনিয়া দেয়। এক সময় ঐ দুই শুক বৃদ্ধ তাতকে কহিল হে পিতা আজি আমরা নর্ম্মদা নদীতীরে এক অদ্ভুত কষ্টস্থান দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক জিজ্ঞাসা করিল সেই অদ্ভুত কি প্রকার দেখিয়াছ তাহা কহ। পরে মহাশুকদ্বয় কহিতে লাগিল নর্ম্মদা নদী তীরে যুথিকাপুর নামে এক নগর তাহাতে নীলরথ নামে এক ভূপতি তাঁহার পুত্র চিত্ররথ নামা তিনি অন্ধ। বৈদ্যেরা তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে তথাপি তাহার অন্ধতা দূর হইল না তন্নিমিত্তে তাঁহার রাজ্য রাত্রি কালে দীপ রহিত গৃহের ন্যায় হইয়াছে সেই অতিশয় কষ্ট স্থান অদ্য দেখিয়াছি। বৃদ্ধ শুক কহিল হে পুত্রদ্বয় নষ্ট চক্ষু প্রতিকারের নিমিত্তে এক ঔষধী আছে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরা জানেন না। দুই শুক জিজ্ঞাসা করিল সে ভৈষজ্য কি রূপ। বৃদ্ধ শুক উত্তর করিতেছে এই বৃক্ষের শুষ্ক অথবা আর্দ্র পুষ্পেতে অঞ্জন করিয়া যদি নেত্রেতে দেয় তবে নষ্টনেত্র যে লোক সে সুলোচন হয়। তখন বৃদ্ধ তনয় রাজপুত্র চিন্তা করিলেন অহো বিধাতা অনুকূল হইলেন বিহঙ্গের কথা প্রসঙ্গে পর চক্ষুর ঔষধের প্রস্তাব

ক্রমে ঔষধোপদেশ হইল সে ঔষধিও সম্প্রতি সুলভ বটে সেই বৃক্ষের পুষ্পেতে অঞ্জন করি তখন যুবরাজ তাহা করিলে প্রথমাঞ্জনেতে নেত্রের বেদনা দূর হইল দ্বিতীয়াঞ্জনেতে তারা হইল তৃতীয়াঞ্জনেতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইল। তদনন্তর কুমার হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যদি এই স্থলেই দুষ্ট মিত্রকৃত বিপত্তিহইতে উত্তীর্ন হইলাম তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য এই দুরবস্থাতে যদি পুনর্ব্বার গৃহে যাই তবে অন্য লোকের উপহাস স্থান হইব এবং আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ হইবে সে মরনহইতেও অত্যন্ত মন্দ সেই হেতুক এখানহইতে নিজালয়ে গমন করিব না অনুভূত এই ঔষধি লইয়া যূথিকাপুরে যাই এবং সেই চিত্ররথ নাম্না রাজপুত্রের নেত্ররোগের উপশম করি তাহা হইলে রাজা নীলরথ আমার বাঞ্ছাসিদ্ধি করিবেন। যুবরাজ এই পরামর্শ করিয়া পথান্বেষন করিয়া কিছু কালেতে যূথিকাপুরে গেলেন। অনন্তর নীলরথ নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিত্ররথ নামে রাজকুমারের নেত্ররোগ শান্তি করিলেন। রাজা নীলরথ পরমহৃষ্ট হইয়া ঐ যুবরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমাগত রাজ

পুত্রের কথা ও গুণেতে ও শীলদ্বারা আর কুল জানিয়া চিত্র
রথের কনিষ্ঠা ভগিনী চিত্রসেনাকে সেই রাজপুত্রের সহিত
বিবাহ দিলেন এবং তাঁহারে চতুর্ভাগৈক ভাগ রাজ্য
দিলেন তদবধি চন্দ্রসেন চন্দ্রবদনা চিত্রসেনা যে নিজ পত্নী
তাহার সহিত রাজ্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কোন
সময়ে চন্দ্রসেন শ্বশুরমন্দিরে গমন করিতেছেন এই
সময় পথিমধ্যে আগমন করিতেছে যে সেই বঞ্চক বনিক
তাহাকে হঠাৎ দেখিলেন এবং দর্শনক্ষণেই ঘোটক
হইতে অবরোহণ করিবামাত্র ঐ বঞ্চক দেখিল যে সেই
রাজপুত্র এখানে আছেন ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন
করিল। চন্দ্রসেন পদাতিদ্বারা বঞ্চককে আনাইয়া আলি
ঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মিত্র তোমার মঙ্গল।
তাহা শুনিয়া বনিক কিছু উত্তর করিল না। রাজপুত্র
মিত্রলাভেতে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজমন্দিরে গমন ত্যাগ
করিয়া সেই বনিকের সহিত নিজমন্দিরে গিয়া নির্জ্জন
স্থানে বসিলেন। পরে রাজকুমার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা
করিলেন হে সখা তুমি এত ধন লাভ করিয়া কেন এমত
দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ। বঞ্চক কহিতেছে ভো রাজ
কুমার আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বনিক তোমার ধন লইয়া

বানিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহন করিয়া সাগর পারে গিয়া ছিলাম সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মুল ধনহইতে একশত গুন লাভ পাইয়া তথাহইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্না হইল তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল এখন প্রানমাত্রাবশিষ্ঠ হইয়া আসিয়াছি সে যে হওক আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে অনেক অপরাধ করিয়াছি তন্নিমিত্তে তুমি আমার প্রান দণ্ড করহ। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে মিত্র কিছু ভয় করিবা না তুমি আমার বন্ধু অতএব যাবজ্জীবন প্রতি পাল্য হইবা এবং আমি সম্প্রতি তোমারে অনেক ধন দিব তাহাতেই তুমি স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবা॥ অনন্তর বনিক অতিশয় ভীত হইয়া ওত্তর করিল হে রাজ নন্দন আমার মন শীয়াপরাধে নিতান্ত দুষ্ঠ হইয়াছে এই কারন তোমার কথা প্রত্যয় করে না আর তোমাতে আমার কিছু মিত্রানুরক্তি ছিল না অতএব তুমি কি কারন আমার প্রতি প্রসন্ন হইবা। চন্দ্রসেন বঞ্চকের কথা শুনিয়া কহিলেন যে আমার কার্য্য আমার বশীভুত বটে কিন্তু আমি তোমার কার্য্যের প্রভু হইতে পারি না তাহা বিস্তারিত কহিতেছি তুমি তোমার কার্য্যের কর্ত্তা এবং

তোমার পথও অনুমতি আছে যেমত ইচ্ছা তাহাই করিবা কিন্তু আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য না করিয়াছি দেখ স্বজনসহিত রাজ্য এবং বিপুলৈশ্বর্য্য এই সমুদায় ত্যাগ করিয়াছি অতএব আত্মকার্য্যে আমার অধিকার আছে কিন্তু পর ব্যাপারে কিছু প্রভুত্ব নাই। বঞ্চক এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং সেই লজ্জাতে বনিকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া বঞ্চক পঞ্চত্ব পাইল। রাজপুত্র বনিকের মরনজন্য দুঃখেতে কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চিত্রসেনা স্বামিকে কাতর দেখিয়া নিবেদন করিলেন যে হে নাথ এই ব্যক্তি কে এবং কোথাহইতে আসিয়াছিল আর কি প্রকারে মরিল এবং আপনিই বা কি নিমিত্তে বন্ধনাপরাধী হইয়া রোদন করিতেছেন। পশ্চাৎ চন্দ্রসেন উত্তর করিলেন যে এই লোক পূর্ব্বে আমার সহিত অতি বৈশিষ্ট্যাচরন করিয়াছেন যে হেতুক আমার সর্ব্বস্বাপহারক যে এই লোক আমি ইহার আয়ত্ত ছিলাম তথাপি আমাকে প্রানের সহিত নষ্ট করেন নাহি। চিত্রসেনা বৃত্তান্ত শুনিয়া নিবেদন করিলেন যে হে স্বামিন্ এই মনুষ্য যে তোমাকে নষ্ট করে নাই সে ইহার ভ্রান্তি

ক্রমে হইয়াছে কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক হয় নাই। পরে চন্দ্রসেন কহিলেন হে প্রিয়ে এই লোক কুকর্ম্মকারী বটে তথাপি আমি ইহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি যে হেতুক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লজ্জাতে সম্প্রতি মোহিত হইল। নীতিবেত্তারা এই রূপ কহিয়াছেন যে লোক কুপথগামী হইয়াও কদাচিৎ লজ্জিত হয় সে লোকও শ্রেষ্ঠ কিন্তু অন ভিজাত লোকের মনেতে কখনও লজ্জা হয় না। এই রূপ কথোপকথনের পর রাজকুমার ঐ বনিকের স্বজাতীয় লোক দ্বারা দাহ ও শ্রাদ্ধ করাইলেন তথাপি বনিক স্বকর্ম্মের ফল যে লৌকিক অকীর্ত্তি লাভ এবং মরণোত্তর নরক ভোগ তাহা করিল। ইতি বঞ্চককথা সমাপ্তা।—

অথ পিশুনকথা।—

যে লোক আত্মোপকারকের দ্বেষ করে এবং নিরপরাধি ব্যক্তিকে সাপরাধি জ্ঞান করে ও আপনি সাপরাধি হইয়াও লজ্জিত হয় না সেই পুরুষ পিশুনরূপে খ্যাত এবং সে জগতের অপ্রিয় হয়। তাহার উদাহরণ।—

কুসুমপুর নামে এক নগর তাহাতে প্রবীন মন্ত্রিকর্ত্তৃক অভিষিক্ত চন্দ্রগুপ্ত নাম্না এক রাজা ছিলেন। সেই

রাজার শাসিত রাজ্যেতে কোন ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করেন কিছু দিনে ব্রাহ্মণীর এক পুত্র জন্মিল। পরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল ব্রাহ্মণী শিশু পোষণাসামর্থ্য প্রযুক্ত সেই পুত্রকে ত্যাগ করিল তাহাতেই শিশু অনাথ হইল। সেই সময় ব্রাহ্মণের প্রতিবাসী সোমদত্ত নামে এক বনিক ঐ শিশুকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এবং সেই স্থান হইতে বালককে আনিয়া নিজধন ব্যয়েতে প্রতিপালন করিল এবং ব্রাহ্মণদ্বারা সংস্কার করাইয়া কায়স্থদ্বারা বিদ্যাভ্যাস করাইল। এক সময়ে কোন দৈবজ্ঞ কায়স্থ গৃহে সেই বালককে দেখিয়া এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জাত এবং বনিকের অন্নেতে বর্দ্ধিত আর কায়স্থহইতে লব্ধবিদ্য যে এই বালক এ অবশ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইবে। তদ্দিনাবধি সকল লোক ঐ বালককে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর বনিক সেই দ্বিজবালকহইতে প্রত্যুপকার বাসনা করিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে রাখিল এবং যে পর্য্যন্ত রাজা সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের আরাধ্য হইয়া প্রসন্ন না হইলেন তাবৎ বনিক নিজ ধনেতে ঐ বিপ্রসন্তানকে প্রতিপালন করিল। পরে রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল হইলে ব্রাহ্মণও ধন

প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া বনিক তৎপ্রতিপালনে ওদাসীন হইল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বনিককে ওদাসীন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে হে তাত তুমি এ পর্য্যন্ত আমার প্রতিপালন করিলা এখন কেন না কর। বনিক উত্তর করিল ভাল তুমি সম্প্রতি রাজানুগ্রহেতে অনেক ধন লাভ করিতেছ এবং অনেকের প্রতিপালন করিতে পার আমি বনিক জাতি কেন আমাহইতে এখন আত্মপ্রতিপালনেচ্ছা কর বরং তুমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পারহ। সেই দুই জনের পরস্পর এতদ্রূপ কথোপকথন হইল কিন্তু বনিক বিপ্রহইতে উপকারাকাঙ্ক্ষী এবং বিপ্র বনিকহইতে ধনগ্রহণাভিলাষী এই রূপেতে পরস্পর দুই জনের বিরোধোৎপত্তি হইল। পরে ঐ ক্ষুদ্রবুদ্ধি কুপিত হইয়া কহিল হে বনিকাধম তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ এ পর্য্যন্ত আমার ভরণ পোষণ করিয়া ইহারপর কিছুই করিবা না আর তোমার যত ধন আছে তাহা কি আমি জানি না এবং তোমার ধনের সম্বাদ কি রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না ভাল যদি আমাকে কিছু না দেও তবে ভূপালকে অবশ্য দিবা। এই রূপ বিরোধোক্তিতে এবং ক্ষুদ্রবুদ্ধির নানা কুচেষ্টাতে বনিক অতিভীত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণেরে কিঞ্চিৎ২ ধন দিতে

লাগিল তাহাতেই বনিক ক্রমেং ক্ষীনধন হইল। বনিক পত্নী ভর্ত্তাকে নির্দ্ধন এবং চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে স্বামিন্ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তোমার প্রতি পালিত এবং সম্প্রতি অনেক ধনোপার্জ্জন করিতেছে তথাপি তোমারে কিছু দেয় না বরং তোমার স্থানে কিছু২ লইতেছে তুমি কি হেতু তাহাকে ধন দেও। বনিক ভার্য্যার কথা শুনিয়া উত্তর করিল যে এই দ্বিজ দুর্জ্জন যদি ইহাকে কিছু না দি তবে এই খল রাজসমীপে খলতা করিয়া আমার মন্দ করিবেক সেই ভয়েতে কিছু২ দিতেছি। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিশাচ এবং পিশুন ও কুক্কুর এই তিন স্বাভাবিক লোভী অতএব মনুষ্য কালযাপন কামনাতে কিছু২ দিয়া ইহারদিগকে নিবারন করিবেক। বনিগ্বধূ এই কথা শুনিয়া কহিল হে নাথ এই ব্রাহ্মণ যদি পিশুন তবে কেন ইহাকে প্রতিপালন করিলা। বনিক উত্তর করিলেন প্রথমে পিশুনস্বরূপে ইহাকে জানিতে পারি নাই যেমত কফাদি ধাতু সকল শরীরে নিত্য অবস্থিতি করে তেমন দুর্জ্জনের শরীরেতে সর্ব্বদাই দোষ থাকে কিন্তু বিধাতা দুর্জ্জনের শীলপরিচায়ক কোন লক্ষন নির্ম্মান করেন নাই যে তদ্দ্বারা দুর্জ্জনকে

চিনিতে পারা যায় দুর্জ্জন পরকৃত উপকার অমান্য করে তাহাতেই দুর্জ্জনকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু সে পরকৃত উপকার গ্রহন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে তখন তাহার পরিচয়েতে কি ফল হইতে পারে। বনিকপত্নী তাহা শুনিয়া কহিল হে নাথ পরিচয়ের এই ফল যে সম্প্রতি তাহাকে ত্যাগ করহ। বনিক্‌ তাহার উত্তর করিল যেমত প্রবল ব্যাধি অতিশয় অনিষ্টকারী এই কারণ লোকের অবশ্য পরিত্যাজ্য কিন্তু তাহা কেহ এক কালে ত্যাগ করিতে পারে না নানা চেষ্টায় ক্রমেতে পরিত্যাগ করে সেই প্রকার ইহাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ২ দিয়া কাল যাপন করিতেছি পশ্চাৎ অবশ্য পরিহার্য্য হইবে। পশ্চাৎ বনিগ্বধূ কহিল দানেতে ও সম্মানেতে কিম্বা প্রীতিতে খল লোক প্রসন্ন হয় না কেবল প্রত্যপকারেতে খল পরাভূত হইয়া প্রসন্ন হয় অপর যে লোক খলের সহিত প্রীতি করে খল তাহাকে অসমর্থ জ্ঞান করে যে লোক খলকে কিছু দেয় খল সেই দানকর্ত্তার নিকটে পৌনঃপুন্য যাচ্ঞা করে কিন্তু যে লোক খলের প্রত্যপকার করে খল সেই অপকর্ত্তার বশীভূত

হইয়া মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। বনিক হিতভাষিনী যে স্ত্রী তাহার বাক্য শুনিয়া কহিল হে প্রিয়ে আমি ভৎকৃষ্ট কুটুম্বপরিবৃত এবং লজ্জাবাধিত সেই খল লজ্জা ভয় বিবর্জ্জিত অতএব আমার শক্তিতে সে কি প্রকারে পরাভূত হইবে সে আমারদিগকে যে পরাভব না করে সেই তাহার পরাভব। পরে বনিক্‌পত্নী কহিল ভাল দান দ্বারা তাঁহাকে কত কাল প্রতিপালন করিতে পারিবা তন্নিমিত্তে আমি এই পরামর্শ কহিতেছি যে আপনি রাজার নিকটে এই সকল কথা নিবেদন করহ। যেমত ভূপতির দিগের সেনাই বল এবং কুবুদ্ধি লোকের কুক্রিয়াই বল ও দরিদ্র লোকের সাধু লোকই বল সেই প্রকার সল্লোকেরদিগের যাথার্থ্যই বল অতএব যথার্থ নিবেদন করিলে রাজা অবশ্য ইহার বিচার করিবেন। বনিক উত্তর করিল এ কর্ম্ম কেবল মুখে কণ্ডুয়ন অতএব অকর্ত্তব্য যেমত পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া খলের মস্তকে বেদনা হয় ও সেই দুশ্চরিত্রতাতে খল লোক জগতের অপ্রিয় হয় তেমন মনুষ্য কোনপ্রকারে পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই সে সকলের অপ্রিয় হয় অতএব তাহার মন্দ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। বনিগ্বধূ জিজ্ঞাসা করিল সে ব্যাঘ্র

নের যলত্তা কি প্রকার। বনিক বলিল হে প্রিয়ে শুন সেই ব্রাহ্মন সম্প্রতি রাজার নিকটে প্রধান মন্ত্রির এই প্রকার অপ্রশংসা করিতেছে যে হে মহারাজ প্রধান মন্ত্রী কোন প্রকারে তোমার কিছু হিতেচ্ছা করেন না। বনিক্‌পত্নী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে রাজা ইহা শুনিয়া কি কহিলেন। বনিক উত্তর করিল রাজা ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে এই কহিলেন যে চানক্য নামে ব্রাহ্মন প্রধান মন্ত্রী ইনি আমার গুরু এবং অতি শ্রেষ্ঠ আমার যে এই রাজ্য দেখিতেছ ইহা তিনি আমাকে দিয়াছেন এবং যখন আমার মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখনি আমার শত্রুবর্গে যত্ন ধারন করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমার প্রতি নিশ্চিন্ত আছেন অতএব কোন বিষয়ে চানক্য মন্ত্রির বুদ্ধির ব্যভিচার নাই আর তিনি আমার যেং আপদ্‌ নিবারন করিয়াছেন তাহা শুন তিনি আমার হিত নিমিত্তে পর্ব্বতকেশ্বর রাজাকে এখানে আনিয়া নষ্ট করিয়াছেন এবং নন্দরাজাকে সবংশে নষ্ট করিয়াছেন আর বিষকন্যা প্রভৃতি আমার যেং আপদ্‌ সে সমস্ত নিবারন করিয়াছেন এবং আমারে নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিয়াছেন আমার সেই সদ্গুরু যে চানক্য কি নিমিত্তে তাঁহার বুদ্ধি

ভুয় হইবে। বনিকের স্ত্রী এই সকল কথা শুনিয়া কহিল সাধু রাজা চন্দ্রগুপ্ত সাধু পুরুষের গুন আভিজাত্যকে অতিক্রমন করে অর্থাৎ পুরুষ উত্তম গুনেতে স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ হয় এবং রাজা সৎপ্রভু হইলে তাহার কুপথগামী খলবাক্য কি করিতে পারে হে নাথ তাহারপর ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি করিল। বনিক কহিতেছে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মন তথাপি রাজা ও মন্ত্রী এই দুই জনের অভেদ্য সম্প্রীতির ভেদের নিমিত্তে তিন শ্লোক পাঠ করিল তাহার অর্থ এই। যেমত নিদ্রিত লোকের ধন চোরেরা অপহরন করে সেই প্রকার যে রাজা নিজকার্য্য স্বয়ং নিরীক্ষন না করেন তাঁহার সম্পত্তি অন্য লোকেরা ভোগ করে। অপর সহস্র২ অমাত্যেতে এবং কোটি২ সৈন্যেতে পরিবৃত হইলেও রাজা স্বয়ং আপনার হিত চেষ্টা করিবেন আর ও কহিতেছি রাজা সকলের বিনয়কারী হইলে সেই সকল লোক কুপথগামী হয় আর সেই দুঃশীল মনুষ্যেরা কোনহ কারনেতে রাজার প্রিয় হয় কিন্তু শেষে অমঙ্গল করে এই প্রকার সূচকবাক্য কহিল অর্থাৎ ঠকামি করিল। তাহাতে রাজা তাহাকে অতি ক্ষুদ্রজ্ঞান করিলেন এবং এই সকল কথা শুনাইলেন যে মন্ত্রী সকল কার্য্যের ভার বহন

করেন রাজা রাজ্যের সুখ ভোগ করেন রাজা কার্য্যের ভার বহন করিলে মন্ত্রীই সুখভাগী হন। রাজার এই সকল বাক্যেতে সেই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ ভগ্নোদ্যম হইয়া প্রাচীন মন্ত্রির নিকটে গিয়া কহিল হে মন্ত্রিরাজ রাজা চন্দ্রগুপ্ত তোমার অহিতকারী ইহা তুমি জান। বনিকের স্ত্রী স্বামীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল যে ইহা শুনিয়া প্রাচীন মন্ত্রী কি কহিলেন। বনিক উত্তর করিল যে মন্ত্রী সেই দুর্জ্জনের কথা শুনিয়া ঈর্ষ্যাশীল রাজার প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। বনিগ্বধূ ইহা শুনিয়া কহিল যে মন্ত্রিরা কিছু কুটিলাশয় হন যে হেতুক খলের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া সাধু লোকের প্রতি সন্দেহ করেন সে যে হউক হে মহাশয় এই বৃত্তান্ত গোপনীয় থাকিবে না এবং তুমি যে প্রকারে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতিপালন করিয়াছ এই সমুদায় বৃত্তান্ত প্রাচীন মন্ত্রী যে প্রকারে জানিতে পারেন তুমি সেই প্রকার চেষ্টা করহ এবং উপস্থিত কার্য্যের অনাদর করিও না শীঘ্র মন্ত্রির নিকটে যাও আমি এই অনুভব করিতেছি যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার যে প্রকার অপকারী তাহা মন্ত্রিরাজকে নিবেদন করিলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া অবশ্য ইহার বিহিত চেষ্টা করিবেন তাহাতেই সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য পরাভব

পাইবে। বনিক স্ত্রীর পরামর্শে সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া মন্ত্রির নিকটে গিয়া আপন দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করিল। মন্ত্রী পূর্ব্বে ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতি সন্দিগ্ধ ছিলেন পরে বনিকের বাক্য শুনিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে দুর্জ্জন জানিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বনিককে কহিলেন যে হে সোমদত্ত তুমি ক্ষুদ্রবুদ্ধির যে প্রকার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ আমি সে সকল জানি সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি তোমার অহিতকারী হইয়াছে ইহাতে সে অন্যের অহিতকারী হয় ইহা আশ্চর্য্য নহে সে সর্ব্বদা আমার সাক্ষাৎকারে রাজার দুর্নীতিবোধক মিথ্যা বাক্য কহে। তদনন্তর মন্ত্রী সোমদত্ত বনিককে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত রাজাকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা ঐ সকল কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মন্ত্রির প্রতি যে কথা কহিয়াছিল তাহাও মন্ত্রিকে কহিলেন। তাহারপর রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে হাস্য করিয়া করতাল ধ্বনি করিয়া কহিলেন অহো দুর্জ্জনের কি পর্য্যন্ত নিপুনতা যে হেতুক আমারদিগের উভয়ের প্রীতি বিচ্ছেদ করিতেও বাসনা করে। তদনন্তর সচিব কহিলেন হে ভূপাল যে খল পিতৃতুল্য প্রতিপালক এই বনিকের অনিষ্ট করিতেছে

সে কি না করিতে পারে কিন্তু এই ব্যবহারেতে বোধ হয় যে ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবশ্য জারজ ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন নীচ কুলোদ্ভব মনুষ্যই কুবুদ্ধি হয় এবং সে অল্প উপদ্রবেতে কাতর হয় আর পৃথিবীর মধ্যে জারজ ব্যতিরেকে কেহ উপকারী ব্যক্তির অনুপকার করে না। পশ্চাৎ ভূপাল কহিলেন যদি এই ব্রাহ্মণের প্রসব কর্ত্রী থাকে তবে এই অনুভবের নিরূপণ হইতে পারে। বনিক উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির জননী আছে। পরে রাজা কৌতুকার্থে কোন ব্রাহ্মণী দ্বারা ক্ষুদ্রবুদ্ধির মাতাকে আনাইয়া কিছু ধন দিয়া তাহার পুত্রোৎপত্তির সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই স্ত্রী ধনলাভে সন্তুষ্টা হইয়া যথার্থ নিবেদন করিল যে হে মহারাজ যাহা অনুভব করিয়াছেন সে সত্য আমার ভর্ত্তা ভিক্ষুক ছিলেন তিনি এক দিবস ভিক্ষার্থে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন কোনহ কারনে গৃহে আইলেন না পরে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রাম চণ্ডাল আমাকে আক্রমন করিল তাহার ঔরসে এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন্মিয়াছে। নরপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন সুতর্ক দ্বারা অবধারিত যে বিষয় কখনও তাহার অন্যথা হয় না এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি চণ্ডালজাত ইহা সত্য। পশ্চাৎ সোমদত্ত

বনিক ঐ সকল সম্বাদ শুনিয়া নরপতি নিকটে নিবেদন করিল হে ভূপাল আমি এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির মুখ দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম কিন্তু আমি মূর্খ এই কারন ইহার আভিজাত্য জানিতে পারিলাম না। রাজা উত্তর করিলেন যে হে বনিক তুমি সেই কর্ম্মের ফল পাইয়াছ যে হেতুক অদৃষ্ট পরিমিত খর্ব্ব এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রতিপালন করিয়াছ কিন্তু সেই অনভিজাতের সম্বর্দ্ধনা করাতেই ব্যাকুল হইয়াছ পশ্চাৎ রাজা বনিকের দীন বনিককে দেখাইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অবশিষ্ট সর্ব্বস্ব আপনি লইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে সাগর পারে দুর করিয়া দিলেন। সেই কালে কোন পণ্ডিত এক কবিতা পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই। ভ্রমেতে অথবা প্রমাদে কিম্বা দৈব যোগেও সাধু লোকের দুর্জ্জনসংসর্গ না হওক যে হেতুক সেই সংসর্গেতে যে পাপ জন্মে তাহা প্রানান্ত পর্য্যন্ত থাকে অতএব কোন প্রকারে কখন দুর্জ্জনের সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে।—

গ্রন্থকার কহিতেছেন যে সম্প্রতি নির্গুন কথা কহিলাম পূর্ব্বে সুজনের কথাও কহিয়াছি সেই সুজনের কথারূপ মহৌষধি কর্ণে ধারণ করহ তাহাতে সর্পদংশনের ন্যায়

যে খলের চেষ্টা সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ইতি পিশুনকথা সমাপ্তা।—

অথ অবুদ্ধিকথা।—

সুবুদ্ধি পুরুষ সকলের শ্রেষ্ঠ। কুবুদ্ধি লোক সকলের অধম। অবুদ্ধি লোক পশুতুল্য সে উত্তম ও অধম এই দুয়ের বহির্ভূত সেই অবুদ্ধির বিশেষ কহা যাইতেছে। ক্ষুধা ও নিদ্রা এবং ভয় আর ক্রোধ এবং প্রমাদ ও মৈথুন এই সকল কার্য্য পশুর যে প্রকার অবুদ্ধি লোকেরও সেই প্রকার ইহাতে সকল লোক সেই অবুদ্ধিকে বর্ব্বর বলেন। সেই বর্ব্বর জন্ম ও সংসর্গেতে দুই প্রকার হয়। জন্ম বর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর তাহারা সর্ব্ব কর্ম্মে অনভিজ্ঞ শিশু সকল বর্ব্বরেরদের কথা শুনিয়া সর্ব্বদা হাস্য করে এবং তাহারদের কার্য্য সকলে হেয়স্বরূপে জ্ঞান করে। ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমত জন্মবর্ব্বরের প্রস্তাব কহিতেছি।—

অথ জন্মবর্ব্বর কথা।—

কৌশাম্বী নাম্নে এক নগরী তাহাতে দেববীর নাম্নে এক

গানক ছিলেন শান্তিবীর নামে তাঁহার এক পুত্র সে অন্ধ বর্ব্বর ছিল এবং পণ্ডিতের নিকটে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিল তথাপি তাহার বিষয়বোধ হইল না। পুজ্ঞেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রেরদিগকে সর্ব্বস্ব দিতে পারেন কিন্তু ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুই দিতে পারেন না। সেই পুত্র পিতার লোকদ্বয় সাধনের প্রত্যাশারূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ এবং সকলাভিলাষের স্থান সেই একমাত্র পুত্র। দেববীর সে পুত্রের সহিত ছায়ার ন্যায় থাকিয়া অন্য সকল কার্য্যে বিরত হইয়া কেবল পুত্রকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইলেন কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পিতার মহাযত্নেতে সেই পুত্র শুক পক্ষির ন্যায় কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিল কিন্তু তাহার পদার্থবোধ হইল না। দেববীর গানক পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া চিন্তা করিলেন যে এখন পুত্রকে রাজার নিকটে পরিচিত করিব। যেমত বেশ্যারা লম্পট পুরুষের নিকটে কৃতকার্য্য হয় সেই মত গুণবন্ত লোকেরা নৃপতিসমীপে নিজ গুণের পরিচয় দিয়া কৃতকার্য্য হন অতএব রাজসভায় পুত্রকে লইয়া যাওয়া অতি কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিয়া ঐ পুত্রকে নরপতির নিকটে উপস্থিত করিলেন। রাজা ঐ দুই জনকে দেখিয়া গানককে

জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে গণক তোমার পুত্র কোনং শাস্ত্র পড়িয়াছেন। দেবধীর নিবেদন করিলেন হে ভূপাল আমার পুত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে ইহাতে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারে কিন্তু যদি আজি মহারাজ কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উপযুক্ত উত্তর করিতে পারে তবে শাস্ত্রাধ্যয়নের ফলভাগী হইবে। তদনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় মুষ্টিমধ্যে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে শাস্ত্রিবর গণক আমার মুষ্টিতে কি আছে কহিতে পার। পরে শাস্ত্রিবর খড়ী লইয়া গণনা করিল এবং গণনাতে জ্ঞাত হইয়া নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র তোমার মুষ্টিমধ্যে কোন মূল কিম্বা কোন জীব নাহি কিন্তু ধাতুময় কোন দ্রব্য আছে। রাজা কহিলেন যে তুমি যথার্থ কহিয়াছ। গণকপুত্র পুনর্ব্বার গণনা করিয়া কহিল যে চক্রাকৃতি কোন দ্রব্য আছে। রাজা আজ্ঞা করিলেন যে বিশেষরূপে কহ। শাস্ত্রিবর পুনর্ব্বার নিবেদন করিল যে মধ্যে শূন্য অথচ ভারী এমত দ্রব্য আছে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে সাধু গণকপুত্র সাধু তুমি অতি সুশিক্ষিত এখন দ্রব্যের নাম কহ। গণকের পুত্র রাজার প্রশংসা বাক্যেতে স্ফুরিতবাহু হইয়া কহিতেছিং

ইহা কহিয়া গণনা ত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধিতে কহিল হে রাজন্ তোমার মুষ্টিমধ্যে পাথরের যাঁতা আছে। রাজা এই কথা শুনিয়া কিছু হাস্য করিয়া কহিলেন হে দেবধীর গণক তোমার পুত্র শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছে কিন্তু বুদ্ধিহীন শাস্ত্রানুসারিণী গণনা সকল দূরে থাকিল প্রকৃত সম্বাদও দূরে থাকিল কেবল আপনার অজ্ঞানতাতে অসঙ্গত সম্বাদ কহিল ইহাতেই তাহার নির্ব্বুদ্ধতা প্রকাশ হইয়াছে অধিক কি কহিব। পরে রাজা গণকপুত্রকে কহিলেন হে শাস্ত্রিবীর তুমি কি প্রকারে বুঝিলা যে মনুষ্যের মুষ্টিমধ্যে প্রস্তরময় ঘরট্টকের সম্ভব হয় যদি সম্ভব না হয় তবে কেন এই অমূলক বিতর্ক করিলা তুমি গণনাতে প্রকৃত শব্দ পাইয়াছিলা কিন্তু বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত যথার্থ কহিতে পারিলা না। রাজা এইরূপে শাস্ত্রিবরকে অবজ্ঞা করিলেন। কবি সকলে কহিয়াছেন যে প্রজ্ঞাহীন লোক যদি যাবজ্জীবন গুরু শুশ্রূষা করে এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া নানা শাস্ত্রাভ্যাস করে এবং বারম্বার তাহার অনুশীলন করে তথাপি সেই বুদ্ধিহীন লোক পণ্ডিত হইতে পারেন না। ইতি জন্মবর্ব্বরকথা সমাপ্ত।

## অথ সংসর্গবর্ব্বরকথা ।—

বুদ্ধিমান কিম্বা সামান্য লোক নীচসংসর্গেতে থাকিয়া বুদ্ধিহীন হন যেমত গোপেরা গোসকলের সংসর্গে থাকিয়া মূর্খ হয়। তাহার উদাহরণ এই ।—

গণ্ডকীনদীর তীরে উত্তম তৃণেতে পরিপূর্ন এক স্থান ছিল সেখানে অনেক গোপ সপরিবারে বাস করে তাহার মধ্যে এক গোপালের শলভ নামে এক পুত্র জন্মিল। এবং সেই পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া গোপালনাদি কার্য্য শিখিল কিন্তু নগরস্থ লোকের কোনই ব্যবহার জানিতে পারিল না। এক সময়ে ঐ বৃদ্ধ গোপ গোপীকে পীড়িতা দেখিয়া সেই শলভকে কহিল যে হে পুত্র তোর জননী অত্যন্ত পীড়িতা এবং অতি দুর্ব্বলা তুই উপযুক্ত পুত্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিস না কেবল তোর শারীরিক চেষ্টাতেও তাহার শুশ্রূষা হইতে পারে অতএব সাবধান পূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা কর। পরে শলভ পিতার কথাতে মাতৃ শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইয়া গোশুশ্রূষার ন্যায় শুশ্রূষা পদার্থ আনিয়া কথক গুলি নূতন ঘাস আনিয়া এবং গো পুচ্ছের লোমেতে নির্ম্মিত রজ্জু এবং শণ সূত্ররচিত রজ্জুতে

ঐ পীড়িত মাতাকে বাঁধিয়া তাহার নিকটে করীষ ও তুষের ধূম করিয়া সেই ঘাসাহার দিল। গোপী রোগেতে অতি দূর্ব্বলা ছিল পরে ঐ দুরবস্থাতে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া এবং আর্ত্তনাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইহা কহিতে লাগিল যে হে গোপ সকল আমাকে রক্ষা কর। অনন্তর প্রতিবাসি গোরক্ষকেরা আসিয়া ঐ গোপীর বন্ধন খুলিয়া দিল এবং তাহার পুত্র গলভকে যথোচিত তিরস্কার করিল এবং কহিল যে দুর্ব্বুদ্ধি লোক অন্য জীবের মত আহার ও পান এবং গমন করে তাহার জীবন সংশয় হয়। ইতি সংসর্গবর্ব্বর কথা সমাপ্তা।—

অন্মবর্ব্বর ও সংসর্গবর্ব্বর কথা দ্বয়েতে অবুদ্ধি কথা সমাপ্তা। এবং বক্ষকপ্রভৃতি বর্ব্বর পর্য্যন্ত কথাকপক অভ্যুদাহরন কথা সমাপ্তা।—

॥ সমস্ত প্রকরণে বিরাজমান এবং নারায়নতুল্য শিব ভক্তিপরায়ন মহারাজাধিরাজ যে শ্রীশিবসিংহ রাজা তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিরচিত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে সুবুদ্ধিপরিচায়ক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—

॥ তদনন্তর হস্তকোল নরপতি ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা

করিলেন হে মুনি সুবুদ্ধিরদিগের সকল কথা শুনিলাম এখন সবিদ্য লোকেরদিগের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনি উত্তর করিলেন হে মহারাজ শুনহ যে পুরুষ সবিদ্য লোকের কথা শুবন করেন তাহার মন সর্ব্বদা বিদ্যাভাসে পুবৃত্ত হয় এবং যিনি সবিদ্য লোকের কথা পুতিদিন আলোচনা করেন তাহার যশ এবং পুণ্য হয় সেই সবিদ্যের বিবরণ এই। বিদ্যাতে যুক্ত যে পুরুষেরা তাহারদের নাম সবিদ্য এবং তাঁহারদিগের বিদ্যা সমুদায়েতে চতুর্দ্দশ পুকার হয় সেই চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে শস্ত্রবিদ্যা আর শাস্ত্রবিদ্যা এই দুই বিদ্যা অন্যং বিদ্যাহইতে উত্তমা। অপর বিদ্যারূপ যে ধন ইনি অন্য সকল ধনহইতে উত্তমা যে হেতুক বিদ্যা দানেতে ক্ষীণা হন না এবং রাজা ও বন্ধু লোক আর চোর ইহারা বিদ্যাহরণ করিতে পারেন না। মনুষ্য সাহস ও ক্লেশ এবং নানাযত্ন পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিলেও লক্ষ্মী কদাচিৎ সেই উদ্যোগি পুরুষকে ত্যাগ করেন কিন্তু বিদ্যা বিদ্বান লোককে ত্যাগ করেন না। যাঁহার বুদ্ধি নির্ম্মলা না হয় তাঁহার পুরুষত্বে কি ফল এবং যিনি বিদ্যা সঞ্চয় না করিলেন তাহার বুদ্ধিতেই বা কি পুয়োজন। বিদ্বান পুরুষ সকলের পুধান তিনি যে

রাজ্যে থাকেন সেই রাজার পূজনীয় হন। প্রাচীন মুনিরা বিদ্যা উপার্জ্জনের এই চারি প্রকার উপায় করিয়াছেন। পণ্ডিতের সংসর্গ এবং সুনীতি ও অভ্যাস আর দৈব কর্ম্ম। এই রূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিলে সে লোক প্রায় সর্ব্বত্র পূজ্য হন কেবল পাপিরদিগের ও নীচ লোকেরদের গ্রামে এবং খল মনুষ্যেতে পুরিত নগরে আর অবিজ্ঞ রাজার অধিকারে বিদ্বান লোক অবসন্ন হন।—

অথ সবিদ্যকথা।—

সবিদ্য লোকেরা চারি প্রকার হন শস্ত্রবিদ্য এবং শাস্ত্র বিদ্য ও লৌকিকবিদ্য আর উপবিদ্য এই চারি প্রকার সবিদ্য লোকেরদিগের মধ্যে প্রথমতঃ শস্ত্রবিদ্য পুরুষের উপাখ্যান করিতেছি।—

অথ শস্ত্রবিদ্যকথা।—

শস্ত্র বিদ্যাহইতে শাস্ত্র বিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্র যে হেতুক শস্ত্রকরণক রাজ্য রক্ষিত হইলে শাস্ত্র চিন্তার প্রবৃত্তি হয়। যিনি সকল শস্ত্র অভ্যাস করিয়া তাহার যথার্থবেত্তা হন তিনিই শস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন এবং অস্ত্রব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন। তাহার উদাহরণ।—

ধারা নামে এক রাজধানী ছিল সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা ব্রাহ্মণ বসতি করে সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া এবং বিশিষ্টাচার হীন হইয়া ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল। এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয় বাক্যেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া গৃহে থাকিল এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্ত মধ্যে শব্দ করিতেছে যে কপোত সকল তাহারদিগকে দেখিয়া চিন্তা করিল যে এই দেব মন্দিরের ওপরে ওঠিয়া পারাবত সকল পাড়িয়া আনি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না এবং পিশুন লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না হিংসু লোক হিংসা না করিয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে ওঠিয়া গর্ত্তে হাত দিয়া গর্ত্তস্থ সর্পকে ধরিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল। তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি তবে এক হস্তাবলম্বনে দেবালয়হইতে

নামিতে পারি না যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে সম্প্রতি কি করি। এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল হে লোক সকল আমাকে রক্ষা কর। গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয় সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া অবশ্য কাতর হয়। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল। এবং রাজা ভোজ ঐ সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা ও শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের ত্রাণের কোনহ উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন। রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী এবং ভুজঙ্গেতে বেষ্টিত দ্বিতীয় হস্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলকে কহিলেন হে মনুষ্য সকল তোমারদিগের মধ্যে এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ উপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দির হইতে নীচে আসিতে শক্ত হয় এমত করিতে পারে তবে